ট্রাম্পের চৌকাঠে!

মূল ভাবনাটি হলো, ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করতেই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। কারণ মার্কিন প্রশাসনের ভেতর রয়েছে বহু মতাদর্শিক ব্যারিকেড, যেগুলোকে অতিক্রম করা কঠিন।”— কথাগুলো একজন ক্রুসেডারের; জুলানির সামনে মার্কিন সন্তুষ্টি ও ট্রাম্পের অনুকম্পা লাভের পথে যে বাধাবিপত্তি রয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলো সে। তাই সমাধান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ এবং কোনো অনুবাদক বা মধ্যস্থতা ছাড়া সামনাসামনি তার সাথে কথা বলার সুযোগ। যেন সে ট্রাম্পের চৌকাঠে গড়াগড়ি খেয়ে তার দরবারে নিজেকে দাসের মতো সপে দিতে পারে! হারাম মাসে ওহির ভূমিতে গিয়ে "বিপ্লবের" দুর্গন্ধ ছড়ানো মুখে এভাবেই আধুনিক মূর্তিপূজায় নিজেকে হাজির করলো এই নরাধম!

যারা বরাবরই দাবী করতো যে, দাওলাতুল ইসলামের সঙ্গে জুলানিদের দ্বন্দ্বটি কেবল রাজনৈতিক, আকীদা-মানহাজের নয়—আজ ছবি ও শব্দের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, দ্বন্দ্বটি আদতে তাওহিদ ও শিরকের, ইসলাম ও গণতন্ত্রের! একদিকে রয়েছে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারীরা, আরেকদিকে রয়েছে যারা ট্রাম্পের গোলামি করে, যারা তার সাক্ষাৎ ও সন্তুষ্টিকে মনে করে "ঐতিহাসিক অর্জন" এবং সে "বিপ্লবী" দল যারা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার উপলক্ষে উমাইয়া স্কোয়ারে নেচে গেয়ে আনন্দ উল্লাস করে। কিন্তু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি আসবে সেটা প্রত্যাহার করবে কে?!

বৃহৎ প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প-জুলানি সাক্ষাত কাকতালীয় কোন ঘটনা নয়। এটি তাদের সাজানো পরিকল্পনারই একটি অংশ—যার সূচনা হয়েছিল ইরানকে সিরিয়া থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে। এরপর তুরস্ক ও আমেরিকার তত্ত্বাবধানে সিংহকে (আসাদকে) হটিয়ে ক্ষমতায় বসানো হলো হায়েনাকে! সব মিলিয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক প্যাকেজ ডিল, যার মূল লক্ষ্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বৈশ্বিক স্বার্থ রক্ষা করা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ: সৌদি ও কাতারের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে আর তুরস্কের লোভনীয় অঙ্গীকারের ফলে ট্রাম্প তার ব্যস্ত সময়সূচি থেকে অল্প কিছু সময় জুলানির জন্য নির্ধারণ করে তাকে "মহান সুযোগ" উপহার দিতে সম্মত হয়। কেননা উপসাগরীয় তাগুতরা তাদের মার্কিন সর্দারের জন্য মাথানষ্ট করা সব বানিজ্যিক চুক্তি উপহার দিয়েছে। কিন্তু এই "ইঁচড়ে পাকা" জুলানির কাছে ক্ষমতার উন্মাদনা আর বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ ইতিহাস ছাড়া এমন কি আছে যা সে তার মনিবের কাছে পেশ করবে?!

বিপ্লবী ও জিহাদিরা জুলানির পূর্বাপর আপসগুলোকে দেশরক্ষার কৌশল বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বাস্তবতা হলো—তার পুরো কৌশলটাই গড়ে উঠেছে আমেরিকা ও ইহুদিদের সন্তুষ্টি অর্জনের ওপর। কিন্তু সে কি পারবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে? এ তো এক ব্যর্থ চুক্তি, যা সে ক্ষমতায় বসার বহু বছর আগেই শুরু করেছিলো। এটা তাকে হয়তো নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছে তার দ্বীন ও সম্মান। এমনকি তার নামটাও আজ শরিয়াহ বিদ্বেষ ও লাঞ্ছনার প্রতিকে পরিণত হয়েছে।

মানহাজগত বিশ্লেষণ: জুলানি "মিল্লাতে ইবরাহীম" থেকে বের হয়ে তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কি আছে যদি সে "আবরাহাম চুক্তির" অংশীদার হয়, যার লক্ষ্য ইহুদি রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের প্রতি আনুগত্য জোরদার করা। আর ট্রাম্প জুলানির কাছে আমেরিকার যে চাহিদাগুলি পেশ করেছে তাতে স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। যার মূল কথা হলো: ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে নর্মালাইজেশন নীতি গ্রহণ করা তথা, তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং পূর্ব ফুরাতের কারাগারগুলোতে অবস্থিত দাওলাহর বন্দীদের উপর কঠোরতা আরোপ করা। এই মৌলিক শর্তগুলো সামনে রেখেই আমেরিকা তুরস্কের হাতে জুলানিকে আসাদের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানোর ছাড়পত্র দেয়। এখন দেখার বিষয়, সে শুধু সীমান্ত রক্ষার চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি ইহুদিদের প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যাবে?!

একটু পেছনে ফিরলে আমরা দেখি, কীভাবে একসময় জুলানি দাওলাতুল ইসলামের ইরাক অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যঙ্গ করত, আর বলত, সে এই অভিজ্ঞতা আর পুনরাবৃত্তি করতে চায় না। এখন কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সে এটা দ্বারা কি বুঝাতো? দাওলাতুল ইসলামের ওয়ালা-বারা ও কাফেরদের সাথে সম্পর্কহীনতার দিকেই তার ইঙ্গিত ছিলো। খালেস তাওহীদ, মুমিনদের প্রতি ওয়ালা আর কাফেরদের প্রতি পুরোপুরি বারাআত ও সম্পর্কহীনতা ছাড়া দাওলাহর অন্য কোন দোষ সে খুঁজে পায়নি। এটাই সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা থেকে পালিয়ে সে ট্রাম্প, ম্যাক্রো, বিন সালমান ও এরদোয়ানের কোলে চড়ে বসেছে!

{وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}.

"যে ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করছে, সে তো সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।"

জুলানির কাছে আমেরিকার আরেকটি দাবি ছিল, অ-সিরীয় যোদ্ধাদের সরিয়ে দেওয়া, যারা বহু বছর ধরে তার পাশে লড়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে। সে একে একে ভেঙে দিয়েছে তাদের সবগুলো দল, এমনকি যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতো, তাদেরকেও। এই প্রেক্ষাপটে আমরা নসিহা, আল্লাহর নিকট ওজর পেশ এবং দাওয়াত হিসেবে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই— দাওলাতুল ইসলামের কমান্ডারগণ বারবার আপনাদের সতর্ক করেছেন এবং সততার সঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপনারা পিছিয়ে ছিলেন, উপদেশ গ্রহণ করেননি। আজ আপনারা সেই পিছিয়ে থাকার মূল্য দিচ্ছেন, ঠিক যেমনটি সতর্ক করা হয়েছিলো! তবে দাওয়াতের দরজা এখনো আপনাদের জন্য খোলা রয়েছে। জুলানি আপনাদেরকে নিয়ে কাগজের টুকরার মতো নাড়াচাড়া করবে আর আন্তর্জাতিক মহলের সন্তুষ্টি অর্জন করবে- এটাই কি আপনারা চান? আপনাদের সিরিয়া সফর এভাবে সমাপ্ত হওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কাজেই, তাওবা করে ফিরে আসুন এবং দাওলাতুল ইসলামের বাহিনীগুলিতে যোগদান করুন, যারা আপনাদের আশেপাশে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে দরজায় কড়া নাড়বে, সেই সাড়া পাবে।

এ ঘটনাটি আরেকটি বাস্তবতাও উন্মোচন করে দেয়, তা হলো, মুরতাদ সরকারগুলোর কথিত "সার্বভৌমত্বের" মরিচিকা। বাস্তবে আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া কোন ক্ষমতা তাদের হাতে নেই! আজ দেখুন "জুলানির সিভিল রাষ্ট্র" তাকিয়ে আছে ট্রাম্পের করুণার দিকে। আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন না কেন, এটা নিখুঁত দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়তো জুলানির জন্য একটি সুযোগ এনে দিতে পারে—তার অতীত "জিহাদি" পরিচয়কে মোচন করার এবং কিছু রাজনৈতিক পুরস্কার পাওয়ার। কিন্তু হিসেবটা এত সহজ নয়। কারণ তাকে সর্বদা জিম্মি থাকতে হবে আমেরিকার হাতে। নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যেকোন রাজনৈতিক অনুগ্রহের বিনিময়ে প্রয়োজন হবে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা কিংবা কাফিরদের কোন স্বার্থ বাস্তবায়নের একনিষ্ঠ প্রমাণ। ফলে তাদের মাঝে তৈরী হবে "প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একটি পুরস্কার"—এমন পুনরাবৃত্তি ও শর্তযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক! ঠিক পাভলভের সেই বিখ্যাত কুকুর-পরীক্ষার মতো, যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কুকুরের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে 'মনোবিজ্ঞানের' গবেষণা বলছে—পুনরাবৃত্তি ও শর্তযুক্ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আচরণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আর সেই ভিত্তিতেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৈরি করেছে তাদের নানা কৌশল।

একদিকে ট্রাম্পের চৌকাঠে একদল ভিড় করছে শিরকী উৎসর্গের জন্য, অন্যদিকে ক্রুসেডাররা ভিড় করেছে 'দাবিক' এর চূড়ায়, তাদের নিহত ভাইদের দেহাবশেষ খুঁজতে। জীবিত অবস্থায় জুলানি যাদের সেবা করতে পারেনি, মৃত্যুর পর তাদের কংকালশার দেহ নিয়ে যদি কোন খেদমত করা যায়, সে চেষ্টা চলছে! এভাবেই "দাবিক" টিকে থাকবে ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সংঘাতের প্রতীক হয়ে, কাফের আর মুনাফিকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও। আর মুজাহিদগণ আজও সেই দাবিকের দিকে এগিয়ে চলেছেন ঈমানদীপ্ত পদক্ষেপে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতির ওপর অটল বিশ্বাস নিয়ে। আবারও প্রমাণিত হচ্ছে, বিভিন্ন জামাআতের মানহাজ নিয়ে দাওলাতুল ইসলাম যে আবেগ, বাড়াবাড়ি ও ইরজামুক্ত হুকুম প্রয়োগ করেছিলো সেক্ষেত্রে তার অন্তর্দৃষ্টি কতটা গভীর ছিল! কাজেই হে খিলাফাহর সৈনিকগণ! আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েতের যে নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছেন, এবং কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার যে তাওফীক দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করুন। এটাই প্রকৃত বিজয় ও সত্যিকার অর্জন, যার জন্য রক্ত ঝরে, প্রাণ যায়। দুনিয়া ও তার চাকচিক্য হারিয়ে যাক, তবু আপনাদের ইসলাম যেন অটুট থাকে, আপনারা যেন আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল থাকতে পারেন, যেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে বহু মানুষ। কারণ এটা সে সময় যখন এক ব্যক্তি সকালবেলা ঈমানদার হয়ে বিকেলবেলা কাফির হয়ে যায়—নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়!

পরিশেষে, ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাগুত জুলানি ঘোষণা দিলো—"সিরিয়া হলো শান্তির দেশ!" অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিরিয়া মালাহিমের ভূমি, এখন আপনারা কাকে বিশ্বাস করবেন?